بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের (হ্যামপায়ারস্থ) হাদিকাতুল মেহদী হতে প্রদত্ত

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, তোমার প্রতি আমার সুধারণা যেমনটি রয়েছে ঠিক তেমনি প্রত্যেকের সহিত তুমি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার ও সেবাযত্ন কর। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব এটি হল সেই সুধারণা, যা আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৬ আগষ্ট ২০২১

জলসা সালানা U.K. 2021

প্রেক্ষাপটে মেজবান তথা মেহমান উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। সর্বপ্রথম আমি এটি বলতে চাই, এ দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন যেন জলসা সকল অর্থে কল্যাণজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ নিজ হৃদয়সমূহকে পুণ্য ও তাক্বওয়ার রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যান। যদিও আজকাল যে মহামারি ছড়িয়ে আছে সেকারণে এখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক সীমিত। কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে, ঘরে ঘরে এবং কোন কোন জায়গায়, বিভিন্ন মসজিদে বা যেখানে হলের সুবিধা আছে সেখানে হলে জামা'তী ব্যবস্থার অধীনে জলসা শোনা যাবে। যাহোক, যারাই এভাবে জলসায় যোগদান করছেন তারাও এই চিন্তাচেতনার সাথে জলসায় যোগদান করুন, যেন আপনারা জলসা গাহেই উপস্থিত আছেন। সেই সঙ্গে দোয়ায় অতিবাহিত করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ বছর এভাবে জলসার আয়োজকদের ও জলসায় যোগদানকারীদের উভয়ের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আলাদা। অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পূর্বে থাকতো সেগুলোর অনেককিছু থেকে এ বছর তারা বঞ্চিত হবে। এজন্যই জলসায় যোগদানকারীরাও এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানেই আয়োজকদের আয়োজনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে সেগুলো উপেক্ষা করুন। হুযুর আনোয়ার এ পরিস্থিতিতে দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহ্বাণ করেন। জলসা তথা আতিথেয়তার দৃষ্টিপটে তিনি (আইঃ) বলেন যে, সাধারণতঃ জলসার একদিন পূর্বে আমি জলসায় আগত অতিথিদের প্রতি অতিথিসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে থাকি। কিন্তু এবছর পরিস্থিতির কারণে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তাই আজ এ উদ্দেশ্যে কিছ বলব।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, পরিস্থিতির কারণে আতিথেয়তায় কোন ঘাটতি থাকা উচিত নয়। একেবারেই শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। হুযুর বলেন, জলসার কর্মীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, সকল স্তরের কর্মী, নিজেদের দায়িত্ব এবং কাজের ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে; আজ তারা বড় আয়োজন সামলানোর যোগ্যতা রাখে। নতুন অংশগ্রহণকারী ছেলে ও মেয়েদের ভালোভাবে তারা কাজ শেখাতে পারে। তাই এদিক থেকে কোন চিন্তা নেই যে তারা কাজ জানে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে, মু'মিনকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত, এটি তার জন্য উপকারী। আর যেমনটি আমি বলেছি, জলসার আয়োজন সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। কখনও কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, কতিপয় ক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে ঘাটতি থেকে যায়, ত্রুটি দেখা দেয়। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণেও কোন কোন বিভাগের অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। অতিথি স্বল্প সংখ্যক হোক বা বেশি, জলসায় আগমনকারী অতিথিরা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর অতিথি। আর আমাদের উচিত তাদের যথাসাধ্য সেবা করা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আতিথেয়তা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা নবী-রসূল এবং তাঁদের জামা'তের এক বিশেষতম বৈশিষ্ট্য। অতএব, ধর্মীয় জামা'ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য আবশ্যক হল, আমাদের আতিথেয়তা যেন বিশেষ মানের হয় আর এই বৈশিষ্ট্য

যেন আরও উজ্জ্বল হয়। মহানবী (সাঃ)এর যুগে যখন আগত অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তিনি (সাঃ) সাহাবীদের মাঝে অতিথিদের বণ্টন করে দিতেন। সাহাবীরাও পরম আনন্দে অতিথিদের নিজেদের সাথে নিয়ে যেতেন। প্রভাতে যখন তিনি (সাঃ) অতিথিদের কাছে তাদের রাত্রিযাপন এবং সাহাবীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের অবস্থা জানতে চাইতেন, সেবার মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তখন প্রত্যেকের উত্তর এটিই হতো যে, পূর্বে আমরা এমন অতিথিসেবক দেখিনি যারা এত উন্নত মানের আতিথেয়তা করেছেন। অতএব, এটি হল সেই আদর্শ যা মহানবী (সাঃ)এর তরবীয়তের কল্যাণে সাহাবীরা আমাদের সামনে এবং আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন। আর এ যুগে, যখন কিনা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে মান্য করেছি, তিনি (আঃ)ও আমাদেরকে সেই আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সাহাবীরা স্থাপন করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর এক বর্ণনা থেকে বলেন, যদি কোন অতিথি আসে আর সে কটু ভাষা ব্যবহার করে এবং কঠোর আচরণ করে, যদি তাদের ব্যবহার ভালো না হয়, তবুও তা সহ্য কর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, অতিথি যে-ই হোক না কেন, আহমদী অতিথি হলেও একজন মেজবানের কাজ হল, উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা এবং কঠোরতার উত্তর কঠোরতার মাধ্যমে না দেয়া। আপন-পর সবার ক্ষেত্রে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর আতিথেয়তার অসাধারণ মান দেখতে পাই। আপনজনদের সাথেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) অসাধারণ আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর কেনই বা হবে না, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এরই সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করার ছিল যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর চিত্র আমাদের সম্মুখে আসার কথা যেন আমরা তা জগতের সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর অসাধারণ আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, ‘একদা আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসি, হযরত সাহেব আমাকে মসজিদ মোবারকে বসান, এরপর তিনি (আঃ) আমাকে বসতে বলে ভেতরে যান। কয়েক মিনিট পরে আমি দেখি যে, তিনি নিজ-হাতে একটি ট্রেতে করে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। আবেগের আতিশয্যে আমার (চোখ থেকে) অশ্রু নির্গত হয় যে, আমাদের ইমাম ও নেতা হয়ে তিনি (আঃ) যেখানে আমাদের এমন সেবা করেন সেক্ষেত্রে আমাদের আহমদীদের পরস্পরের কীরূপ সেবা করা উচিত!’

একবার বিছানাপত্রের স্বল্পতা দেখা দিলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিজের বিছানাও অতিথিদের দিয়ে দেন, কিন্তু কাউকে বুঝতেও দেননি যে, আমার কষ্ট হয়েছে। এটি হল, অতিথিসেবার জন্য সত্যিকার ত্যাগ বা কুরবানী। কতিপয় লোক কোন কোন সময় ত্যাগস্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু আবার খোটাও দেয় যে, এই কুরবানী বা ত্যাগের কারণে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, আমার সর্বদা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে যে কোন অতিথির যেন কোন কষ্ট না হয়। বরং এজন্য সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি যে, যতদূর সম্ভব অতিথির আরামের ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি (আঃ) বলেন, অতিথির হৃদয় কাঁচের মতো স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, যা সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) শুরু শুরুতে অতিথিদের সঙ্গে বসেই আহার করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে অসুস্থতায় পরহেযী খাবারের কারণে এবং অতিথির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি (আঃ) অতিথিদের সঙ্গে বসে আহার করা থেকে বিরত থাকেন। একবার যখন অনেক অতিথি আসে তখন তিনি (আঃ) লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপককে বলেন যে, তোমার চেনা এবং অচেনা অনেক অতিথি এসেছে এমতাবস্থায় তোমার উচিত হবে কারো সাথে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার না করে সবাইকে সম্মানিত জ্ঞান করে সেবা করা। সবাইকে অতিথি জ্ঞান করে সমান সেবা কর। তিনি (আঃ) আরো বলেন, তোমার প্রতি আমার সুধারণা যেমনটি রয়েছে ঠিক তেমনি প্রত্যেকের সহিত তুমি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করবে, প্রাণঢালা সেবাযত্ন করবে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব এটি হল সেই সুধারণা, যা আজও সকল সেবকের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমি জানি, কোন কোন বিভাগের কর্মীদের কোন কোন অতিথির পক্ষ থেকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু আমাদের কাজ হল, যেকোন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে কখনও উন্নত ব্যবহার পরিত্যাগ না করা, তা প্রদর্শন করুন। এবার হয়ত সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে কর্মীদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বা কর্মীদের ধারণা থাকবে যে, সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু কর্মীরা যখন বিভিন্ন বিধি-নিষেধের প্রতি অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তখন হতে পারে, কোন কোন অতিথি সেটি পছন্দ করবেন না।

কিন্তু আপনাদের বোঝানোর পরও কেউ যদি রূঢ় আচরণ করে এবং নির্দেশিত বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ না দেয় তাহলে মানুষের কথা শুনেও পূনরায় ভালোবাসার সাথেই অতিথিকে বুঝাতে থাকবেন। সাধারণতঃ অতিথিরাও বুঝেন যে, তাদেরকে বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, কর্মীদের ব্যবহারও যদি কঠোর হয় তাহলে চরম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) একজন মু'মিনের এই চিহ্ন উল্লেখ করেছেন যে, সে অতিথির সম্মান করে। অতএব, এই মু'মিনসুলভ বৈশিষ্ট্য সবার মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতিথিদেরও একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ইসলাম মেজবানকে যেখানে অতিথির সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে অতিথিদেরও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, অতিথি হিসেবে তোমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, অতিথি হিসেবে তোমরা যখন কারও কাছে যাবে তখন মেজবানের ব্যস্ততার প্রতিও খেয়াল রাখবে। একদিকে মেজবানকে নির্দেশ দিয়েছে যে, বাড়িতে আগত অতিথির সাথে তুমি সদাচরণ করবে, তা সে যখনই আসুক না কেন। অপরদিকে অতিথিকে বলেছে, কারো বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে আগাম যদি না জানিয়ে যাও আর গৃহবাসী তোমাকে ভেতরে আসতে বারণ করে তাহলে কোন অভিযোগ না করে ফিরে যেও। আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে বলেছেন ঃ **আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফেরত চলে যাও তাহলে তোমরা ফেরত চলে যেও। তোমাদের জন্য এ বিষয়টি অধিক পবিত্রতা অর্জনের কারণ হয়।**

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জলসায় আগমন করা এবং এতে যোগ দেওয়ার একটি বড় উদ্দেশ্য হল, নিজেদের সংশোধন এবং নিজেদের আত্মশুদ্ধি। অতএব, যারা আমাকেও পত্র লিখেছেন, যে বিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো যদি তারা মেনে চলে তাহলে তা অধিক উত্তম।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কুরআনের নির্দেশাবলীকে কর্মে রূপায়নের ক্ষেত্রে সাহাবীদের রীতি আশ্চর্যজনক ছিল। একজন সাহাবীর কথা উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, একজন সাহাবী অন্য আরেক সাহাবীর নিকট গিয়ে বলেন যে, আমি কুরআনের আদেশ মান্য করে পুণ্যের ভাগী হওয়ার জন্য বারং বার অন্যের বাড়ীতে যাই, যাতে করে কোন গৃহস্বামী আমাকে অপারগতা দেখায় এবং আমি কুরআনী আদেশে ফিরে আসি যাতে আমি পুণ্যের ভাগী হই। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্বামীগণ-ই পুণ্যের ভাগী হওয়ার জন্য ঐ সাহাবীকে গৃহে আসার অনুমতি দেন। উভয়েই মেযবান এবং মেহমানও আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কুরআন করীমের শিক্ষার ওপর আমল করার ওপরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি স্বীয় আদর্শের মাধ্যমে পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এবারের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বাধ্য হয়েই অতিথিদের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হচ্ছে। তাই কোন অভিযোগ না করে এটি মেনে নেয়া উচিত। সেইসঙ্গে একথাও বলতে চাই, যারা আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন একান্ত অপারগতা না থাকলে তারা যেন অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যথায় তাদের অংশগ্রহণ না করায় সেসব লোকের অধিকার হরণ হবে যাদেরকে জলসায় আসার অনুমতিপত্র দেওয়া হয় নি। বৈরি আবহাওয়াকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবেন না।

রাবওয়া কিংবা কাদিয়ানে জলসার কথা উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সেখানে শীতের দিনে উন্মুক্ত মাঠে, বৃষ্টি হলেও জলসা হয়। এখানেও যখন ইসলামাবাদে জলসা হতো তখন বৃষ্টির পানি জলসা গাহের ভেতরে চলে আসতো। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নিজ স্মৃতিচারণ করে বলেন, ইসলামাবাদের জলসার প্রাথমিক সময়ে আমি (যখন) জলসায় অংশগ্রহণ করি আমার মনে পড়ে, সিজদা থেকে উঠে প্রথমে কপাল ও দুই হাঁটু থেকে কাদা পরিষ্কার করতে হতো। আমি দেখেছি, এরূপ অসুবিধা থাকা স্বত্তেও সকলেই এক ধরণের গভীর অবেগ নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করত। তাই আবারো বলছি, যারা জলসায় আসার আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন, তারা যেন অবশ্যই অংশগ্রহণ করেন।

কিছু প্রশাসনিক কথার দিকেও হুযুর আনোয়ার (আইঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করান। যেমন–একে অপরের সহিত দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা মেনে চলুন। খাবার খাওয়ার সময় তো বাধ্য হয়ে মাস্ক খুলতে হয়, কিন্তু খাবার নেওয়ার সময় যখন লাইনে দাঁড়াবেন তখন মাস্ক পরে থাকবেন। অনুরূপভাবে দায়িত্বরত কর্মীরাও এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, সর্বদা মাস্ক পরে থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষ যদি কখনও মাস্ক খুলে চেহারা দেখাতে বলে তাহলে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করুন। অনুরূপভাবে কাউকে কোন উত্তর দেওয়ার

সময় যেন কারও মাস্ক খুলে না যায়। নাক এবং মুখ দুটোই মাস্ক-দ্বারা ঢাকা জরুরী। অনেক দিন পর সাক্ষাৎ হবার কারণে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এদিক সেদিক বসে গল্পগুজবে রত হবেন না। এই দীর্ঘসময়ের ব্যবধানের সাক্ষাৎকার যেন তাদেরকে জলসার অনুষ্ঠান শোনা থেকে বঞ্চিত করে না দেয় বা দোয়ার প্রতি যেন অমনোযোগি না করে। যেহেতু জলসায় এসেছেন তাই এথেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র বর্ণনাকৃত একটি গূঢ়তত্ত্ব উল্লেখ করেন, জলসার দিনগুলোতে যিকরে এলাহী কর। আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, কোন সমাবেশে বসে থাকলে তাতে যিকরে এলাহী হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্তা'লা এর যে কল্যাণের কথা বলেছেন তা হল, **উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম** অর্থাৎ তোমরা যদি যিকরে এলাহী কর তাহলে আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরও স্মরণ করতে আরম্ভ করবেন। এখন ভেবে দেখুন! সেই বান্দার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভু স্বয়ং স্মরণ রাখে অর্থাৎ যার যিকর খোদাতা'লা করেন?

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন আমাদের মধ্য থেকে যারাই এই জলসায় যোগদান করছে অথবা সেই সমস্ত আহমদীগণ যারা নিজ দেশে অথবা নিজ নিজ ঘরে বসে জলসা শুনছে, প্রত্যেকে যিক্রে এলাহীতে রত থাকুন। জলসার পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে লাভবানে ব্রতী হন। জলসার অনুষ্ঠানটি প্রত্যেককে গভীর মনোযোগ সহকারে আত্মস্থ করা উচিৎ। আল্লাহ্তা'লা আমাদের প্রত্যেককে পুণ্যার্জনে আন্তরিকতা সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

6 AUGUST 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.